দৈনিক বাংলা

24

তারিখ 04 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

ক্যাম্পাস উৎসবমুখর

একুশ বছর পর কাল কৃষি ভার্সিটির সমাবর্তন

ইমামউদ্দিন মুক্তা ঃ ময়মনসিংহ।– দীর্ঘ ২১ বছর পর বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে দেশের একমাত্র উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামীকাল রোববার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল আকাংখিত তৃতীয় সমাবর্তন। সকাল সাড়ে দশটায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তনে সভানেত্রীত্ব করবেন এবং কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের হাতে তুলে দেবেন তাদের শিক্ষা জীবনের কাংখিত ফসল সনদপত্র। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, কূটনীতিক, সংসদ সদস্য সাবেক ভিসিগণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কৃষিবিজ্ঞানী ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন।

দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ইতিহাসে জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রধানের এবারই হচ্ছে প্রথম অংশগ্রহণ। স্বাধীনতার ২৩ বছরে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াই হচ্ছেন দ্বিতীয় সরকার প্রধান। স্বাধীনতা–উত্তরকালে ১৯৭২ সনের ৩১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সমাবর্তনে গ্রাজুয়েটদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৮ সনের ২৮ মার্চ। চ্যান্সেলর ছিলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর আবদুল মোনায়েম খান।

'৭২ সনের পর থেকে কোন সমাবর্তন না হওয়ায় '৮৭ সন পর্যন্ত পাসকৃত গ্র্যাজুয়েটদের জাঁকজমকপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চ্যান্সেলরের কাছ থেকে সনদপত্র নেয়া সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ, ব্যথার অন্ত ছিল না। সাধারণভাবেই তাদের সনদপত্র যার যার মত নিতে হয়েছে। অথচ সর্বোচ্চ শিক্ষা শেষে সমাবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কাংখিত বিষয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিগত সরকারের প্রতি আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার অভাব, সামরিক শাসনসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের কারণে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়নি।

কাজেই ২১ বছর পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আগমনটি দেশের সরকার প্রধানের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীদের সেতুবন্ধ রচনা, একটি নিবিড় সম্পর্কের অনন্য ধারা সূচনা ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সফলতা বয়ে আনবে।

এছাড়াও দীর্ঘ ২১ বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, ব্যথার অবসান ও প্রতিকূল পরিবেশের দেয়াল ভেঙ্গে এবারের তৃতীয় সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকটি ইতিহাস সৃষ্টি করবে এবং দিনটি একটি অনন্য দিন হিসাবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে গ্রথিত থাকবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ শাহ মুহম্মদ ফারুক সাবেক ভিসি ডঃ মোহাম্মদ আশরাফ আলী খানের ইন্তেকালের পর ২৩ আগস্ট '৯৩ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্বগ্রহণের পর থেকেই অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা শুরু করেন। এব্যাপারে গত ৫ এপ্রিল তিনি ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ডঃ রফিকুল হক ভূঞাকে সাথে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানালে প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সম্মতি প্রদান করেন। এবারের সমাবর্তনে ১৫১৪ জন গ্র্যাজুয়েটকে সনদপত্র প্রদান করা হবে। এর মধ্যে '৮৮ ও ৮৯ সনে ৯৫ জন ভেটেনারী, ৭৬০ জন কৃষি, ৬৯ জন পশুপালন, ৯২ জন কৃষি অর্থনীতি, ১১৬ জন মৎস্যবিজ্ঞান, ১১৬ জন কৃষি প্রকৌশলীসহ ১২৪৮ জন গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেছেন।

১৯৮৭ সনে ১১৬ জন কৃষি এক্সটেনশন এডুকেশন, ২ জন প্রকৌশলী, ১০ জন ফিশারীজ, ৩৭ জন অর্থনীতি, ১৮ জন পশুপালন ও ৩১ জন ভেটেনারীসহ ২৪১ জন এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়াও এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২৫ জন পিএইচডি ডিগ্রীধারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র প্রদান করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে। এদিকে সমাবর্তনে অংশগ্রহণের জন্য গ্র্যাজুয়েটগণ নাম তালিকাভুক্ত করছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রায় ৭'শ জন তাদের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। সমাবর্তনের দিন ৭'শ গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানান। ৩ জুন থেকে তালিকাভুক্ত গ্র্যাজুয়েটদের মহড়া শুরু হয়েছে। আজ শনিবার পর্যন্ত এ মহড়া চলবে। সমাবর্তনের দিন কস্টিউম পরে চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে গ্র্যাজুয়েটগণ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন।

এদিকে সমাবর্তন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সাজানো হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনসহ সব ভবন রঙ করা হয়েছে। দেয়ালের শ্লোগানসহ বিভিন্ন লিখন মুছে ফেলা হয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পীচ ঢালা পথের দু'ধারের গাছগুলোর গোড়ায় লাগানো হয়েছে সাদা ও লাল রঙ। প্রশাসনিক ভবনও সাজানো হয়েছে রঙবেরঙের ফুলের গাছ দিয়ে। নানা ধরনের গাছপালা ফুলের সৌরভে সৃষ্টি করেছে এক মোহনীয় পরিবেশ। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন মিলনায়তনও সাজানো হয়েছে লাল রঙে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে সফল ও সার্থক করে তোলার জন্যে বর্তমান ভিসি ডঃ শাহ মুহম্মদ ফারুকসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সমাবর্তন শুধু একটি অনুষ্ঠান নয় — যেন একটি উৎসব। তাই ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের মনে আনন্দ, আশা ও উদ্দীপনার যেন শেষ নেই। অনুষ্ঠানের প্রচার, যোগাযোগ, তথ্য সরবরাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালক জনসংযোগ দেওয়ান রাশিদুল হাসান ও তাঁর সহকর্মীরা দারুণ ব্যস্ত।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের এককালের বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহ এর জেলা শহর থেকে ৪ দশমিক ৮৩ কিলোমিটার দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। প্রশাসনিক ভবনের সামনে ব্রহ্মপুত্রের পাড়েই বোটানিক্যাল গার্ডেন। পাশেই ভিসির বাসভবন। ১২শ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, অনুষদীয় ভবন, হল, বিরাট আবাসিক এলাকার পশ্চিমে বিশাল ফসলের মাঠ।

এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৬১ সালে জন্মের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা হচ্ছে স্নাতক ১০ হাজার ৬৯৯ জন, স্নাতকোত্তর ২ হাজার ৮৮০ জন এবং পিএইচডি ২৫ জন। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৩শ ৯৭ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর গড়ে ৬৫০ জন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা সমাপ্ত করে বের হয়ে যান। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৩টি কলেজ রয়েছে। কলেজগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ ও হাজী দানেশ কলেজ দিনাজপুর।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ১২ জন ভাইস চ্যান্সেলর দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন ডঃ এম ওসমান গনি। তিনি ১৯৬১ সনের ১৪ সেপ্টেম্বর ভিসির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৩ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে ভিসি হিসাবে দায়িত্বপালন করেন যথাক্রমে ডঃ এস ডি চৌধুরী, ডঃ কামালউদ্দিন আহমেদ, ডঃ কাজী মোহাম্মদ ফজলুর রহিম, ডঃ এম আমিরুল ইসলাম, ডঃ কাজী মোহাম্মদ ফজলুর রহিম, প্রফেসর মসলেহউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, এ কে এম আমীনুল হক, ডঃ জহিরুল হক ভুঞা, ডঃ মুহাম্মদ আসাদুর রহমান, ডঃ মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান ও বর্তমান ভিসি প্রফেসর ডঃ শাহ মুহম্মদ ফারুক।

গত বুধবার সকালে দৈনিক বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভিসি সমাবর্তন উপলক্ষে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য খুবই আনন্দের বিষয়। সবাই এ দিনটির জন্য খুবই আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। তিনি বলেন, সমাবর্তনের ব্যবস্থা করতে পেরে আমি আনন্দিত।

দীর্ঘ ২১ বছরে কেন সমাবর্তন হয়নি এবং কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিনা প্রশ্ন করা হলে ভিসি ডঃ শাহ মুহম্মদ ফারুক বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক শাসন ও বিগত স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও বিভিন্ন মহলের কাছে গ্রহণযোগ্যতার অভাবের কারণেই সমাবর্তন সম্ভব হয়নি। '৮২ সনের শেষের দিকে একবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। উদ্ভূত রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির কারণে সমাবর্তন সম্ভব হয়নি। বর্তমান গণতান্ত্রিক আমলে উদ্যোগ নিয়ে এই মহৎ কাজটি ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে চাই। তিনি বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাবর্তন অনুষ্ঠানটির সফলতায় আমি দৃঢ় আশাবাদী। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সমাবর্তন একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। যেহেতু এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সে জন্যে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ও দাবি নিয়ে আলোচনার তেমন সুযোগ নেই। সমাবর্তনের পর ছাত্র–শিক্ষকদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা, ছাত্র–কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।